বীরেশ চট্টোপাধ্যায়
পরিচালিত

প্রযোজনা
রথীন মজুমদার
আশা পিকচার্সের
চতুর্থ নিবেদন

তুফান
রঙীন

কথা ও সুর
স্বপন চক্রবর্তী (বম্বে)

রথীন মজুমদার প্রযোজিত

আশা পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন

তুফান (রঙীন)

পরিচালনা : বীরেশ চ্যাটার্জী, গীত রচনা ও সংগীত : স্বপন চক্রবর্তী (বোম্বে)

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বীরেশ চ্যাটার্জী ও অনিমেষ রায়চৌধুরী

সর্বাধ্যক্ষ : তিমির মজুমদার * অলংকরণ : বৈশাখী মজুমদার

পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : ডলি মজুমদার

চিত্রগ্রহণ : পান্তু নাগ, শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু, সম্পাদনা : স্বপন গুহ

রূপসজ্জা : গৌর দাস, সাজসজ্জা : শিবনাথ দাস, কেশবিন্যাস : অসিত দাস

শব্দ গ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী, কর্মাধ্যক্ষ : রবীন মুখার্জী

ব্যবস্থাপনা : সন্তোষ দাসগুপ্ত স্থির চিত্রগ্রহণ : দীপক বিশ্বাস

প্রচার অঙ্কন : শিশির কর্মকার ও নিমাই পোয়ালী

প্রচার পরিকল্পনা ও জনসংযোগ : শ্রীপঞ্চানন

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, অমিতকুমার, ভূপিন্দার সিং, শক্তিঠাকুর ও হৈমন্তী শুক্লা

রূপায়ণে : তাপস পাল, ইন্দ্রাণী দত্ত, চিরঞ্জীৎ, রূপা গাঙ্গুলী, অভিষেক চ্যাটার্জী, নয়না দাস, শকুন্তলা বড়ুয়া, দিলীপ রায়, অর্জুন মুখার্জী, সোমা দে, অমর নাথ মুখার্জী, অরুণ মুখার্জী, মৃণাল ঘোষ, বুলবুল চৌধুরী, শক্তিকালী বসু, বাবলু সমাদ্দার, রেখা মল্লিক, সমীর মুখার্জী, মাঃ শিলাদিত্য কর, মাঃ পাভেন চক্রবর্তী, মাঃ রজত মুখার্জী।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : সুনীল ব্যানার্জী, সুজিত চক্রবর্তী, প্রসাদ চ্যাটার্জী

চিত্রগ্রহণে : অমূল্য দাস, শ্যামল ব্যানার্জী ও তপন দাস ॥ সম্পাদনায় : সুভাষ মাইতি ॥ শব্দগ্রহণে : রঞ্জিত বিশ্বাস ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : রবি দত্ত রূপসজ্জায় : অলোক দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : পুষ্পেন্দু জানা, সতুধর চৌধুরী, দুঃখী নায়েক, হরি সরকার

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে গৃহীত ও এন. এফ. ডি. সি.-তে শব্দগৃহীত এবং রূপায়ণ ও প্রসাদ ল্যাবরেটরীজ মাদ্রাজ এ পরিস্ফুটিত।

কাহিনী

জামসেদপুরে মাণিকের সংসারে ছিলো— মাণিক নিজে। তার স্ত্রী অর্চনা তার তিনছেলে। রবি, রাজা, রঞ্জু।

ঐ এলাকার কুখ্যাত মনাগুণ্ডার অত্যাচারে একদিন মাণিকের সুখের সংসার ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তারা সবাই আলাদা আলাদা জায়গায় ছিটিয়ে পড়েছিলো। মনার চক্রান্তে মাণিকের হ'লো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

অর্চনা কলকাতার D.I.G. গৌতম মিত্রের বাড়ীতে আয়া হিসাবে গৌতম মিত্রের মা হারা মেয়েকে বড় করে তোলার কাজ পায়।

বড় ছেলে রবি পকেটমার হয়ে যায়। মেজো ছেলে রাজা হাজারীবাগে এক ধনী পরিবারে তাদের সন্তানের মত প্রতিপালিত হতে থাকে। আর রঞ্জু মানুষ হতে থাকে হাজারীবাগের এক গরীব কারখানা-শ্রমিকের ঘরে।

বারো বছর কেটে যায়। মনাগুণ্ডা এখন ভোলপাল্টে বিখ্যাত সমাজসেবী মনোজ মালিক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে চোরাকারবারি। তার মেয়ে রূপা একদিন তার আসল পরিচয় জানতে পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

ঘটনা চক্রে রবি কুমার নাম নিয়ে মনোজ মালিকের ডান হাত হিসেবে কাজ করতে থাকে। রূপার সঙ্গে তার আলাপ ও প্রেম হয়।

রঞ্জুর নাম এখন ভাস্কর। সে ও তার বাবার চিকিৎসার ব্যাপারে কলকাতায় আসে। তার প্রেমিকা হ'লো অঞ্জনের পালকপিতার মেয়ে সোমা।

মাণিক একদিন জেল থেকে বেরোয়,—জামসেদপুরে তার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে কলকাতায় আসে, প্রতিশোধ নেবার জন্য খুঁজে বেড়াতে থাকে মনাগুণ্ডাকে।

একদিন সে সাক্ষাৎ পায় মনোজ মালিকের। এক বিশ্বকর্মা পূজোর রাত্রে। ঘটনাচক্রে মাণিকের তিন ছেলে ও অর্চনাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়।

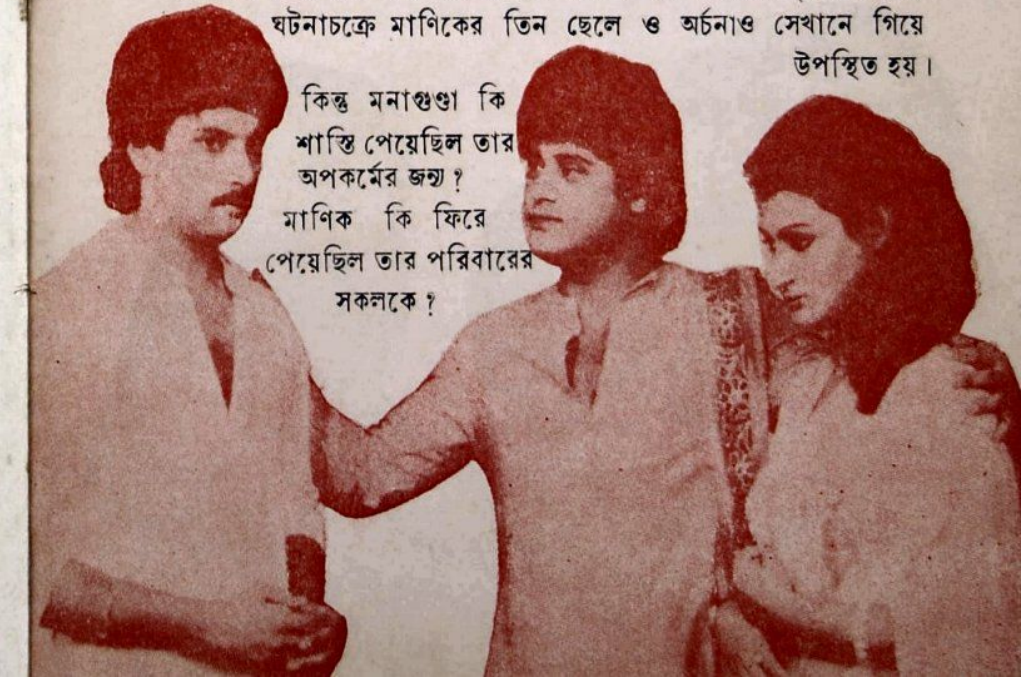

কিন্তু মনাগুণ্ডা কি শাস্তি পেয়েছিল তার অপকর্মের জন্য ?

মাণিক কি ফিরে পেয়েছিল তার পরিবারের সকলকে ?

সংগীত

গান – ১

কণ্ঠ—কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, শক্তি ঠাকুর, হৈমন্তী শুক্লা

অর্চনা : বাসবো ভালো, রাখবো ভরে, এই জীবন হাসি গানে
তাই মনে হয় আজকে বুঝি নেমে এলো স্বর্গ এখানে।
বাসবো ভালো রাখবো ভরে এই জীবন হাসি গানে
তাই মনে হয় আজকে বুঝি নেমে এলো স্বর্গ এখানে
বাসবো ভালো, রাখবো ভরে।

মাণিক : এই গা না!

রবি : আমরা সবাই একটি বীণারই তার

রাজা : একই সাথে বেজে উঠি হয়ে মধুর ঝঙ্কার

মাণিক : এই ঝঙ্কার উঠবে বেজে বাজবে আমাদেরই প্রাণে

অর্চনা : বাসবো ভালো রাখবো ভরে—
আসুক না ঝড় আসুক তুফান ভারী

রবি : হাসি মুখে সবাই মিলে

রাজা : দিয়ে যাবো পাড়ি

মাণিক : আমরা নদী তাইতো ছুটে চলেছি সাগরের পানে

রঞ্জু : বাসবো ভালো, রাখবো ভরে

অর্চনা : যদি হারাই কোনদিন কালের স্রোতে
আমাদেরই গান পারবে দেখো আমাদের মিলিয়ে দিতে

রবি : যদি হারাই কোনদিন কালের স্রোতে

রাজা : আমাদেরই গান পারবে দেখো

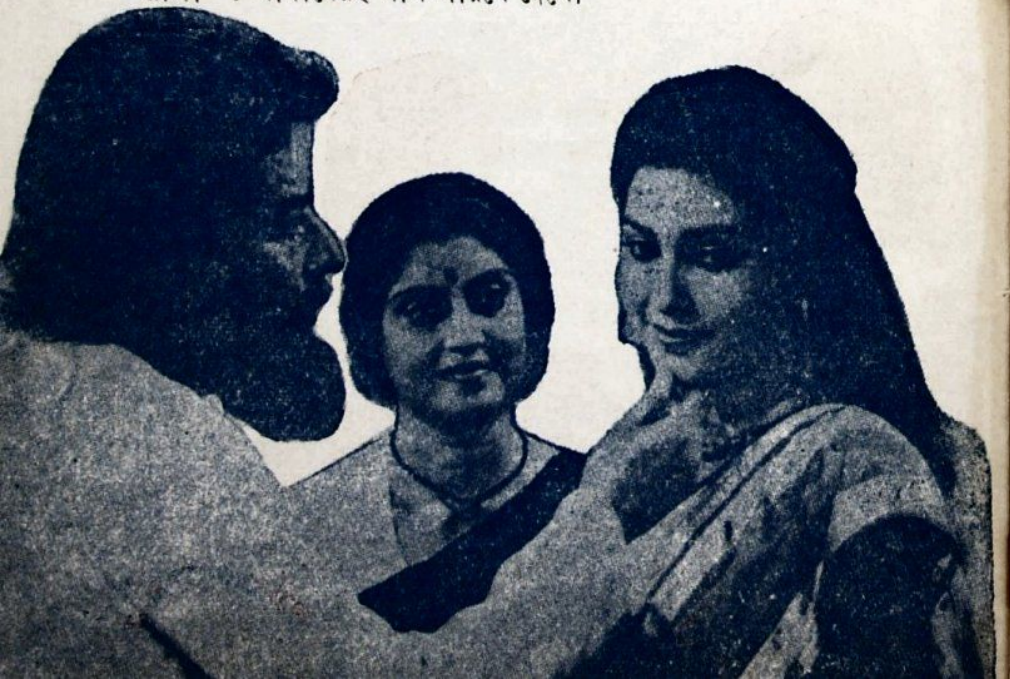

রবি : আমাদের

রাজা : মিলিয়ে দিতে

মাণিক : যদি চলে যাই আসবো ফিরে একদিন প্রাণেরই টানে

সকলে : বাসবো ভালো রাখবো ভরে এই জীবন হাসি গানে
তাই মনে হয় আজকে বুঝি নেমে এলো স্বর্গ এখানে॥

গান—২

কণ্ঠ—লতা মুঙ্গেশকর

ঝড়ের হাওয়ায় ছিন্নপাতা কোথা থেকে কোথা উড়ে যায়
লিখেছে নিয়তি কার কপালে কি সে তো কেউ জানে না হায়
তাসের ঘরের মত সাজানো জীবন এই আছে এই চুরমার
এক নিমেষেই শ্মশান হলো একটি সোনার সংসার
ভাঙ্গাগড়া নিয়ে জীবন মেতে ওঠে নতুন খেলায়
লিখেছে নিয়তি কার কপালে কি সে তো কেউ জানে না হায়
ওঠে ঘূর্ণী ওঠে তুফান আসে হতাশা আসে ভয়
ওঠে ঘূর্ণী ওঠে তুফান আসে হতাশা আসে ভয়
আবার পরে সূর্য্য হাসে তখন আঁধার কোথা রয়
কাটা ঘুড়ির সূতো ধরে জীবন জীবন পথে ধায়
লিখেছে নিয়তি কার কপালে কি সে তো কেউ জানে না হায়।

গান—৩

কণ্ঠ : লতা মুঙ্গেশকর

যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি
সাধ মেটে না তবু তোমায় দেখে
সবাই বলে ভগবান সুন্দর
হবে না তো সুন্দর তোমার থেকে
যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি (২)
সাধ মেটে না কভু তোমায় দেখে
সবাই বলে ভগবান সুন্দর
হবে না তো সুন্দর তোমার থেকে,
যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি
ভয় পেলে ব্যথা পেলে মুখে আসে মা,
সুখেতে দুখেতে মুখে আসে মা (২)
তোমার আসন তলে সরগের সুখ মেলে
তার চেয়ে আনন্দ মা ডেকে—
যতবার দেখি মা গো তোমায় আমি (২)
হয় যদি নিতে মোর জনম আবার—
প্রতি জনমেতে চাই চরণ তোমার
তোমার তুলনা তুমি
তাইতো তোমায় নমি
ধন্য তোমার স্নেহসুধা মেখে
যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি
সাধ মেটে না কভু তোমায় দেখে
সবাই বলে ভগবান সুন্দর
হবে না তো সুন্দর তোমার থেকে
যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি ।

গান—৪

কণ্ঠ ঃ আশা ভোসলে, অমিতকুমার

লীনা : কাজল করে রাখবো তোমায়
রাখবো আমার চোখের কোণে (২)
গাইবো আমি শুনবে তুমি
আর যেন গো কেউ না শোনে (২)

অঞ্জন ঃ কাজল করে রেখো আমায়
রেখো তোমার চোখের কোণে (২)
গাইবে তুমি শুনবো আমি
আর যেন গো কেউ না শোনে (২)
কাজল করে রেখো আমায়
রেখো তোমার চোখের কোণে (২)

লীনা ঃ মনের কথা মনেই থাকে খুলে কি বলা যায়,
সবাই বলে প্রেমের পথে কাঁটা লাগে পায়। (২)

অঞ্জন ঃ ছাড়ো ছাড়ো ওসব কথা, কী লাভ কথারই জাল বুনে
ছাড়ো ছাড়ো ওসব কথা, কী লাভ কথারই জাল বুনে

লীনা ঃ কাজল করে রাখবো তোমায়, রাখবো আমার চোখের কোণে
কাজল করে রাখবো তোমায়, রাখবো আমার চোখের কোণে।

অঞ্জন ঃ আঁখির কাজল, গলার মালা, আর কি কি বানাবে !
তোমার পাশে আমায় ছাড়া আর কাকে মানাবে (২)

লীনা ঃ এখন কিছু হবে না তো, যা হবার সে হবে ফাগুনে।
এখন কিছু হবে না তো, যা হবার হবে ফাগুনে।

অঞ্জন ঃ কাজল করে রেখো আমায়, রেখো তোমার চোখের কোণে
কাজল করে রেখো আমায়, রেখো তোমার চোখের কোণে
গাইবে তুমি শুনবো আমি আর যেন গো কেউ না শোনে
গাইবে তুমি শুনবো আমি আর যেন গো কেউ না শোনে

লীনা ঃ কাজল করে রাখবো তোমায় রাখবো আমার চোখের কোণে।

গান—৫

কণ্ঠ ঃ ভূপিন্দার সিং

তোমায় চেয়ে আর না চাওয়া।
তোমায় চেয়ে আর না চাওয়া, তোমায় পেয়ে আর না পাওয়া।
তোমায় চেয়ে আর না চাওয়া, তোমায় পেয়ে আর না পাওয়া।
কী যে বেদনা সে কি বলা যায়, ওগো বন্ধু তুমি বুঝে নাও।
ওগো বন্ধু—
তোমায় চেয়ে আর না চাওয়া, তোমায় পেয়ে আর না পাওয়া।
কী যে বেদনা সেকি বলা যায়, ওগো বন্ধু তুমি বুঝে নাও,
ওগো বন্ধু তুমি বুঝে নাও।
কেমনে বোঝাবো তোমায় কাঁদাতে যে চাইনি আমি
কেমনে বোঝাবো তোমায় কাঁদাতে যে চাইনি আমি
দূরে যেতে চেয়েছি যখন, আরো কাছে এসেছো তুমি
তোমার হৃদয় সে যে আমারি হৃদয়,
ভুলবো তোমায় সে কি করে হয়।
অভিমানে আর থেকো না তুমি,
এই আঁখিজল নাও মুছে নাও।
ওগো বন্ধু—
তোমায় চেয়ে আর না চাওয়া, তোমায় পেয়ে আর না পাওয়া।
কী যে বেদনা সে কি বলা যায়, ওগো বন্ধু তুমি বুঝে নাও।
ওগো বন্ধু তুমি বুঝে নাও,
ওগো বন্ধু, তুমি বুঝে নাও।

গান—৬

কণ্ঠ : অমিতকুমার, শক্তি ঠাকুর

অঞ্জন : বাসবো ভালো, রাখবো ভরে, এই জীবন হাসি গানে
তাই মনে হয় আজকে বুঝি নেমে এলো স্বর্গ এখানে।
বাসবো ভালো রাখবো ভরে এই জীবন হাসি গানে
তাই মনে হয় আজকে বুঝি নেমে এলো স্বর্গ এখানে

আমরা সবাই একটি বীণারই তার একই সাথে বেজে উঠি
হয়ে মধুর ঝঙ্কার।
আমরা সবাই একটি বীণারই তার একই সাথে বেজে
হয়ে মধুর ঝঙ্কার।

এই ঝঙ্কার উঠবে বেজে বাজবে আমাদেরই প্রাণে
বাসবো ভালো, রাখবো ভরে।
আসুক না ঝড় আসুক তুফান ভারী
হাসি মুখে সবাই মিলে দিয়ে যাবো পাড়ি

ভাস্কর : আসুক না ঝড়, আসুক তুফান ভারী
হাসি মুখে সবাই মিলে
দিয়ে যাবো পাড়ি

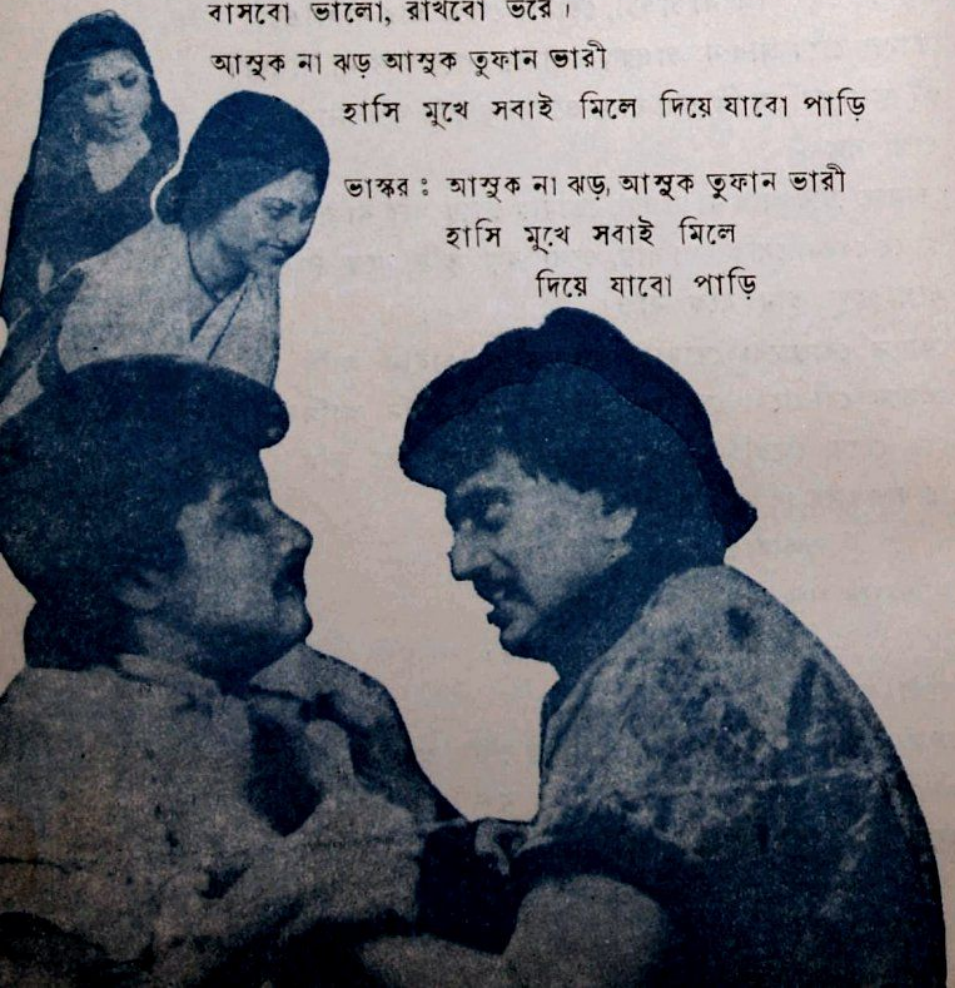

অঞ্জন : আমরা নদী তাইতো ছুটে চলেছি সাগরের পানে
ভাস্কর : বাসবো ভালো, রাখবো ভরে
অঞ্জন : যদি হারাই কোনদিন কালের স্রোতে
ভাস্কর : আমাদেরই গান পারবে দেখো আমাদের মিলিয়ে দিতে
অঞ্জন : যদি হারাই কোনদিন কালের স্রোতে
ভাস্কর : আমাদেরই গান পারবে দেখো
অঞ্জন : আমাদের
[illegible] : মিলিয়ে দিতে
[illegible] : যদি চলে যাই আসবো ফিরে একদিন প্রাণেরই টানে।
ভাস্কর : বাসবো ভালো রাখবো ভরে এই জীবন হাসি গানে
অঞ্জন : তাই মনে হয় আজকে বুঝি নেমে এলো স্বর্গ এখানে॥

পরবর্তী আকর্ষণ

গাথানী রেকর্ড ও ক্যাসেটে

তুফান ছবির সুপারহিট গানগুলি শুনুন

ঃ বিশ্ব পরিবেশনায় ঃ

আশা পিকচার্স

১৩, ক্রুকেড লেন, কলিকাতা-৭০০০৬৯